কুষ্টিয়ায় বিজিবির অভিযানে ২৯ লাখ টাকার পণ্য উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী ধারাবাহিক অভিযানে প্রায় ২৯ লাখ টাকার চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

সোমবার (১৬ মার্চ) ও মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বিভিন্ন বিওপির টহলদল সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মালিকবিহীন ভারতীয় পণ্য জব্দ করে।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার কাথুলী, শুভরাজপুর, চিলমারী, রংমহল, রামকৃষ্ণপুর, আশ্রয়ণ ও মথুরাপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫ হাজার ২২০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ৪ হাজার ২৫০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট, ২৩ বোতল মদ এবং ২১৪ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৭০ টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) আরও জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ দমনে তারা সবসময় কঠোর অবস্থানে রয়েছে। দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মাদকসহ ৬ মাসে আটক

৩১ নারী

মেহেরপুর সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের বস্তা টানছেন নারীরা। কেউ খুচরা বিক্রি করছেন পাড়ায় পাড়ায়, কেউবা দেহে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শহর বা অন্য জেলায়। গেল ছয় মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৫) শুধু মেহেরপুর জেলাতেই ৩১ জন নারী মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক বহনের শ্রমিক হিসেবে আটক হয়েছেন। পুলিশ, র্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পৃথক ও সম্মিলিত অভিযানে তাদের আটক করে।

তাদের মধ্যে কেউ প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো ধরা পড়েছেন। কারো বয়স ২২, কেউ ৪০ এর কোটায়। বেশির ভাগই স্থানীয়, দরিদ্র এবং স্বশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। অধিকাংশ নারীই জড়িত মাদকের খুচরা বিক্রিতে বা মাদক বহনে শ্রমিক হিসেবে। হেরোইন, গাঁজা, বিদেশী মদ. ফেন্সিডিল পৌঁছে দেয়া ও খুচরা ব্যবসার সাথে জড়িত আটক নারীরা।

জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেকালা, বামুন্দি, মেহেরপুর সদরের শালিকা, বাজিতপুর ও মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত এখন মাদক পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারত থেকে নিয়মিতভাবে ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসছে এই সীমান্ত দিয়ে। এসব মাদক সংগ্রহ করে স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে একটি চক্র। এই চক্রই বেশি আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নারীদের নিয়োগ করছে বাহক বা বিক্রেতা হিসেবে।

মেহেরপুর সদরের একটি গ্রামে বসবাসকারী এক নারী, যিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন, দ্বিতীয়বারের মতো আটক হয়েছেন গত আগস্টে। পুলিশের ভাষ্য মতে, তিনি প্রতি সপ্তাহে দু’বার করে সীমান্ত থেকে মাদক সংগ্রহ করে শহরে পৌঁছে দিতেন। প্রতিবার কাজে তিনি পেতেন ১২শ থেকে ১৫শ টাকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর অঞ্চলে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল। দিনমজুর বা গৃহকর্মীর কাজের বাইরে বিকল্প নেই বললেই চলে। যদিও কাজ মেলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা পান কম মজুরি।

স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এই চক্রের নিয়ন্ত্রকেরা বেশির ভাগ সময় রয়ে

যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী বাহকদের ধরে হয়তো মামলা হয়, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রকদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ যথাযথ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের বয়ানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পারিবারিক সহিংসতা ও সহজে অর্থ আয়ের আকাঙ্ক্ষা এই চারটি মূল কারণ নারীদের এই পথে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ নারীই জানেন না, তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খুচরা মাদক বিক্রেতাদের সকল নারীই অর্থের লোভে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। বেশ কয়েকজন স্বামী স্ত্রী মাদক বিক্রেতার সাথে জড়িত। এদেরমধ্যে জেলা শহরের পেয়াদা পাড়ার চায়না খাতুন ও তার স্বামী হাফিজুল ইসলামকে বেশ কয়েকবার মাদকসহ আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মানবাধিকার কর্মী দিলারা পারভিন বলেন, মাদক ব্যবসায় জড়িত নারীরা অপরাধী তো বটেই, কিন্তু এক অর্থে তারা ব্যবহৃতও। প্রশ্ন হলো, তাদের এই অবস্থান সৃষ্টি হওয়ার পেছনে দায়ী কারা? নারীদের বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলা জরুরি। মাদক সংক্রান্ত মামলায় নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, বংশ পরম্পরা মেহেরপুুরের সীমান্ত গ্রামগুলোর পরিবার দারিদ্রতার সাথে বসবাস করে। গত ছয়মাসে বিভিন্ন ধরণের মাদকদ্রব্যসহ ৩১ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় ধরণের গাঁজার চালানও ধরা পড়েছে। মাদক চোরাচালানে অল্প সময়ে অনেক টাকা পাবার কারণে এমন বিপথে নামে নারীরা। মাদক চক্রের মূল হোতারা ধরা ছোার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাদের বিচারের আওতায় আনা না গেলে এই প্রবণতা সহজে বন্ধ হবে না।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র অভিযানে মাদক ও চোরাচালান পণ্যসহ আটক

২

চুয়াডাঙ্গার ৬ বিজিবি বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ৭৪ লক্ষ টাকার মাদক ও চোরাচালানপণ্যসহ দু’জনকে আটক করেছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান অভিযানে তারা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানপণ্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে। এ অভিযানে মহিলাসহ দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতদের কাছ থেকে ৩টি স্বর্ণের বার (ওজন: ৩৫০.১২ গ্রাম), ভারতীয় মদ ১৮২ বোতল, হেরোইন (৩৯ গ্রাম), গাঁজা (১.০৪ কেজি), ২২৮ পিস টেপেনটাডল ট্যাবলেট, ২ বোতল বিয়ার, ১৩৫ বোতল ফেন্সিডিল, ২০০ পিস ইয়াবা, ২০৮ প্যাকেট পাতার বিড়ি, ১২ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১৩৪১ পিস কসমেটিক্স, ১টি ভারতীয় মোবাইল ফোন, বিভিন্ন প্রকার ক্রীম ৩৪৬ পিস, পেঁয়াজের বীজ (১৪ কেজি), ভারতীয় পেঁয়াজ (৪৯৮ কেজি) উদ্ধার করে এবং দুজন চোরাচালানীকে দর্শনা ও দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর করেছে।

দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার পণ্য জব্দ করেছে।

জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতার অংশ হিসেবে গত ২৭ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

এ অভিযানে দর্শনা আইসিপি, দর্শনা, সুলতানপুর, বড়বলদিয়া এবং ঠাকুরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী

কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বিজিবি অবৈধভাবে রক্ষিত চায়না জালসহ বিপুল পরিমাণ চোরাচালান পণ্য জব্দ করে।

জব্দকৃত মালামালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯ বোতল ভারতীয় মদ, ৬৭ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৩,০০০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট, ২১ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১২ পিস থ্রি-পিস, ২০২ পিস বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিকস, ২০০ পিস চায়না

দুয়ারী জাল, ৫০০ কেজি চায়না কারেন্ট জাল এবং ১৮০ কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, এটি সীমান্ত এলাকাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডমুক্ত রাখার রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ। সীমান্তে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মাদক চোরাচালান ও পাচার প্রতিরোধে মেহেরপুরে বিজিবির জনসচেতনতামূলক সভা

সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান, মাদক পাচার ও অন্যান্য সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে মেহেরপুরে জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এ জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

এ সময় সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, সীমান্তে গবাদিপশু না চরানো, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং মাদকসহ সকল প্রকার চোরাচালান প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণকে এসব বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল করিব।

তিনি বলেন, “সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগণের ভূমিকা সীমান্তের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যুগের পর যুগ এখানে বসবাস করছেন এবং আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে বিজিবির টহল তৎপরতা আরও কার্যকর করা সম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সীমান্ত অপরাধ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব।”

এছাড়াও এ সময় হাবিলদার মো. মতিয়ার রহমান, সিপাহী আরিফুর রহমান, সিপাহী নাইম, সিপাহী জুয়েল, সিপাহী আহাদসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ মে) সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইউএনও বলেন, সুশাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কোনো ধরনের অপরাধ, বিশেষ করে মাদক ও চোরাচালান, বরদাশত করা হবে না। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন শাখাকে তথ্যভিত্তিক ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল। তিনি চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি

বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলাকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং সেগুলোর দ্রুত সমাধানে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কমিটির পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি চালানো হবে এবং প্রয়োজনে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। সভা শেষে জনগণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

গাংনীতে চোরাচালান প্রতিরোধ ও আইন শৃংখলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে চোরাচালান প্রতিরোধ ও আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান, গাংনী উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম জুয়েল, উপজেলা স্বাস্থ ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল হক বিশ^◌াস, জাতীয় পাটি জেপির জেলা সভাপতি আব্দুল হালিম, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ,

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজামান মনি, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজামান আতু, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি রমজান আলীসহ আইন শৃংখলা কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।